ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN. 1 0 1999

পৃষ্ঠা: ৮ কলাম ২......

গাইডলাইন

শিক্ষকদের পাঠশালা

যারা বিএ পাস করে পাঁচ-সাত বছর স্কুলে শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন অথচ বিএড করেননি তারা বিএড করে ফেলুন। তবে আবেদনকারীর বয়স হতে হয় অনূর্ধ্ব ৪০।

এ কোর্স করা থাকলে চাকরি পেতে ও পদোন্নতি অনেক দ্রুত হবে। তাছাড়া যারা সম্প্রতি বিএ কিংবা এমএ পাস করে বসে আছেন তারাও বিএড কোর্স করতে পারেন; আপনার সার্টিফিকেটের ঝোলাটি আরো ভারী করতে। যেহেতু বিএড না করে এমএড করা যায় না সেহেতু আপনাকে প্রথমেই এই কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।

কারা এই কোর্সে অংশ নিতে পারবেন : যারা বিএ কিংবা এমএ পাস করেছেন কেবল তারাই এ কোর্স করতে পারবেন। বিএড কোর্স করার জন্য আবেদনকারীর সর্বনিম্ন চার পয়েন্ট থাকতে হবে। কেবল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষকতায় নিয়োজিত নন এমন ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীর মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির যেকোনো শাখায় স্নাতক ডিগ্রি এবং এসএসসি হতে স্নাতক পর্যন্ত অন্তত একটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। তবে শিক্ষকতায় যাদের ১০ বছর বা তারো বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিলযোগ্য।

এই কোর্স কোথায় করা যায় : টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ। টিটিসি(মহিলা) ময়মনসিংহ (শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য)। টিটিসি, কুমিল্লা। টিটিসি, খুলনা। টিটিসি, রাজশাহী। টিটিসি যশোর। টিটিসি, রংপুর। টিটিসি, ফেনী, টিটিসি, চট্টগ্রাম।

কি কি বিষয় পড়তে হয় : বিএড কোর্স করার জন্য মোট ১০টি বিষয় পড়তে হয়। এরমধ্যে পাঁচটি আবশ্যিক। আবশ্যিক বিষয়গুলো হলো- শিক্ষানীতি, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন।
শিক্ষা ইতিহাস। শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা। এই পাঁচটি। এর সঙ্গে নিতে হয় পছন্দনীয় যেকোনো দুটি বিষয়। যেমন সেটি হতে পারে বাংলা ও সামাজিক বিজ্ঞান। অন্যান্য বাকি তিনটি বিষয় হচ্ছে- ভাইভা, প্রাকটিস টিচিং এবং ফাইনাল টিচিং।

বিএড কোর্সের সময়সীমা ও নম্বর : বিএড কোর্সের সময়সীমা ১০ মাস। এম এড-এর সময়ও অনুরূপ। মোট বিষয় ১০টি। প্রত্যেকটির ১০০ নম্বর করে মোট ১০০০ নম্বর।
এই কোর্সে মোট তিনটি পরীক্ষা দিতে হয়। প্রথম তিন মাসে একটি পরীক্ষা। মার্কস-২০। দ্বিতীয় তিন মাস পরের পরীক্ষায়ও মার্কস-২০। বাকি চার মাস পর পরীক্ষা হয় ৬০ মার্কসের। এই মোট ১০০ নম্বর। এইভাবে ১০০×১০=১০০০ নম্বর।

প্রার্থী বাছাই হয় যেভাবে : বিএড কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় এনে প্রার্থী নির্বাচন করে থাকে। যেমন- আপনার এসএসসি থেকে স্নাতক পর্যন্ত পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক বাছাই শেষে ডাকা হবে মৌখিক পরীক্ষার জন্য। এ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের আসনসংখ্যা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

আবেদন পত্রের সঙ্গে আপনাকে যা পাঠাতে হবে : দুকপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি এবং প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট ও নিজ ঠিকানাযুক্ত একটি খাম। যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময় (০১. ০৭. ৯৮ থেকে ৩০. ০৪. ৯৯ পর্যন্ত) আপনার ছুটি মঞ্জুর করা হবে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তের কপি তার এমপিও এবং অভিজ্ঞতা সনদপত্রের এবং ডিগ্রি পরীক্ষার মার্কসিটের ফটোকপি পাঠাতে হবে।

শিক্ষা বর্ষ শুরুর সময় ও ভর্তি বিজ্ঞপ্তি : প্রতিবছর ১ জুলাই থেকে বিএড ক্লাস শুরু হয়ে শেষ হয় পরের বছর ৩০ এপ্রিল। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকার অফিস সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৮-৯৯

শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আগামী ফেব্রুয়ারির দিকে জাতীয় দৈনিকে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। ভর্তি ফি ১ হাজার ৬৫০ টাকা (কম বেশি হতে পারে)।

❑ ইমরুল ইউসুফ